রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, নভেম্বর ২০, ২০১৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ

প্রজ্ঞাপন

ঢাকা, ০৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ বঙ্গাব্দ/২০ নভেম্বর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

নম্বর : ০৪.০০.০০০০.৪২১.৮৪.০৪৩.১৬.৩৭২—বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো 'ইউনেস্কো-আমির জাবের আল আহমদ আল-সাবাহ' পুরস্কার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন।

২। ইউনেস্কো কর্তৃক মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের এ নিযুক্তি আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে আরও উন্নত ও সুসংহত করেছে। এ নিযুক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে মন্ত্রিসভার ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫/১৯ নভেম্বর ২০১৮ তারিখের বৈঠকে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে।

৩। মন্ত্রিসভার বৈঠকে গৃহীত উক্ত অভিনন্দন প্রস্তাব সকলের অবগতির জন্য প্রকাশ করা হল।

রাষ্ট্রপতির আদেশক্রমে,

মোহাম্মদ শফিউল আলম
মন্ত্রিপরিষদ সচিব

মূল্য : টাকা ৪·০০

মন্ত্রিসভার অভিনন্দন প্রস্তাব

ঢাকা : ০৫ অগ্রহায়ণ ১৪২৫ / ১৯ নভেম্বর ২০১৮

বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার এন্ড অটিজম বিষয়ক জাতীয় উপদেষ্টা কমিটির সভাপতি, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন অটিজম বিশেষজ্ঞ এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মানসিক স্বাস্থ্যবিষয়ক বিশেষজ্ঞ উপদেষ্টা প্যানেলের সদস্য, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দৌহিত্রী এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন সম্প্রতি দ্বিতীয়বারের মতো 'ইউনেস্কো-আমির জাবের আল আহমদ আল-সাবাহ' পুরস্কার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি নিযুক্ত হয়েছেন। এই জুরি বোর্ড উন্নত ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সমাজের মূলধারায় প্রতিবন্ধীদের অন্তর্ভুক্তি এবং তাঁদের জীবনমানের উন্নয়নে নিয়োজিত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উল্লেখযোগ্য অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে প্রবর্তিত 'ইউনেস্কো-আমির জাবের আল-আহমদ আল-জাবের আল-সাবাহ প্রাইজ ফর ডিজিটাল এমপাওয়ারমেন্ট ফর পারসনস উইথ্ ডিজেবিলিটিজ' পুরস্কারের জন্য যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করে। উল্লেখ্য, মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন ২০১৬ সালে প্রথমবার উক্ত বোর্ডের সভাপতি পদে দুই বছর মেয়াদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন প্রতিবন্ধী সেবা ও উন্নয়নে দেশে-বিদেশে নানাবিধ কর্মসূচি চালিয়ে যাচ্ছেন, যা বিশ্বের সর্বমহলে সমাদৃত ও প্রশংসিত হচ্ছে। দক্ষিণ এশিয়াসহ সারা বিশ্বে কার্যকরভাবে অটিজম-সচেতনতা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের অগ্রণী ভূমিকায় মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের অবদান অপরিসীম। তাঁর যথাযথ উদ্যোগের ফলে বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা এবং পুষ্টি-সংক্রান্ত খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার ও অন্যান্য নিউরোডেভেলপমেন্টাল ডিজঅর্ডার অন্তর্ভুক্ত হয়। অধিকন্তু, নিউরোডেভেলপমেন্ট ও অটিজম-এর জন্য একটি ইনস্টিটিউট স্থাপন এবং শিশুদের নানারূপ প্রতিবন্ধিতা চিহ্নিতকরণ ও নিরসনের লক্ষ্যে দেশে দশটি সরকারি মেডিক্যাল কলেজে বিশেষ ইউনিট চালু করা হয়।

মূলত মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেন-এর উদ্যোগেই ২০১১ সালে ঢাকায় অটিজম বিষয়ে দক্ষিণ এশিয়ার প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এরই অনুবৃত্তিক্রমে গড়ে ওঠে 'সাউথ এশিয়ান অটিজম নেটওয়ার্ক' — যা দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে অটিস্টিক শিশুদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সামাজিক সহায়তা প্রদানের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো উন্নয়নে কাজ করে যাচ্ছে। মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের আন্তরিক প্রয়াসেই ২০১৩ সালের মে মাসে অটিজম-সচেতনতা বিষয়ক বাংলাদেশের একটি প্রস্তাব বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্বাহী পরিষদে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। অটিজম স্পেকট্রাম ডিজঅর্ডার মোকাবেলায় ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নের ক্ষেত্রে অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার 'অ্যাওয়ার্ড ফর এক্সেলেন্স ইন পাবলিক হেলথ'-এ ভূষিত করা হয়। এছাড়া অটিজম আক্রান্ত ব্যক্তিদের কল্যাণে নিরবচ্ছিন্ন ও উদ্ভাবনীমূলক কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ২০১৭ সালে নিউইয়র্কভিত্তিক অটিস্টিক শিশুদের জন্য সিমা কলাইনু স্কুল এন্ড সেন্টার ফর চিলড্রেন এবং এর আন্তর্জাতিক সহযোগী প্রতিষ্ঠান 'আই কেয়ার ফর অটিজম' কর্তৃক 'ইন্টারন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ন অ্যাওয়ার্ড'-এ ভূষিত হন।

মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের দ্বিতীয়বারের মতো 'ইউনেস্কো-আমির জাবের আল আহমদ আল-সাবাহ' পুরস্কার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক জুরি বোর্ডের সভাপতি নির্বাচিত হওয়া বিশ্বব্যাপী অটিজম-সমস্যার গুরুত্ব-অনুধাবন এবং তা নিরসনে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদানেরই স্বীকৃতি। প্রতিবন্ধীদের নিয়ে জনহিতকর কর্মে আত্মনিয়োগের ক্ষেত্রে তাঁর মা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার পরিচর্যা, দিক্-নির্দেশনা ও অনুপ্রেরণা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

ইউনেস্কো কর্তৃক মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনের এ নিযুক্তি আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের সম্মানজনক অবস্থানকে আরও উন্নত ও সুসংহত করেছে। এ নিযুক্তির মধ্য দিয়ে বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বলতর হওয়ায় মন্ত্রিসভা মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুযোগ্যা কন্যা মিজ্ সায়মা ওয়াজেদ হোসেনকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করছে।

মোঃ লাল হোসেন, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website : www.bgpress.gov.bd